দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 5 JAN 2010
পৃষ্ঠা ... ১৩ ... কলাম ... ৫

# এমপিওভুক্তির জন্য বরাদ্দ মিলেছে ১১২ কোটি টাকা

## শিক্ষার্থী সংখ্যা, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফল বিবেচনা করে গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

নতুন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির খসড়া নীতিমালা হস্তান্তর করা হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি গত রবিবার প্রথমে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পরে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে নীতিমালার খসড়া প্রতিবেদন হস্তান্তর করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ প্রতিবেদনের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে নীতিমালা চূড়ান্ত করবে। চূড়ান্ত নীতিমালা অনুযায়ী যথাসময়ে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হবে।

নীতিমালা প্রণয়ন কমিটি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, নীতিমালাটি চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে দ্রুত কাজ করার নির্দেশনা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে এ সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। নীতিমালা চূড়ান্ত হওয়ার পর আবেদনপত্র গ্রহণ ও যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া শুরু হবে। সূত্র জানিয়েছে, এমপিওভুক্তির জন্য ১১২ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ও টাকা দিয়ে সর্বোচ্চ ৯০০ প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্ত করা যাবে।

নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির এক সদস্য জানান, খসড়ায় নীতিমালার ৯৫-এর জনবল কাঠামো সংশোধনের সুপারিশ রাখা হয়েছে। ওই নীতিমালায় নানা অসঙ্গতি থাকার বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। নীতিমালার খসড়ায় প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ বা প্রধান শিক্ষকের যোগ্যতা শিথিল করার সুপারিশ করা হয়েছে। অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা ১২ বছর এবং উপাধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা ১০ বছর করার সুপারিশ রাখা হয়েছে। এর আগে অধ্যক্ষের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা ১৫ এবং উপাধ্যক্ষের শিক্ষাগত অভিজ্ঞতা ১৩ বছর ছিল।

এমপিও শর্ত পূরণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রেও নীতিমালা শিথিল করা হয়েছে। শিক্ষকরা এমপিওভুক্তির শর্ত পালনে ব্যর্থ হলেই প্রথমেই তার এমপিও বাতিল হবে না। পর্যায়ক্রমে বাতিলের ব্যবস্থার সুপারিশ করা হয়েছে। নীতিমালা পালনে ব্যর্থ হলে প্রথম বছর সতর্ক পত্র, দ্বিতীয় বছর এমপিওর ২৫ শতাংশ, তৃতীয় বছর ৫০ শতাংশ এবং চতুর্থ বছর এমপিও পুরোপুরি বাতিল করা হবে। তবে এরপর দুই বছরের মধ্যে শর্ত পূরণ করতে সমর্থ হলে এমপিও ফিরিয়ে দেয়া হবে।

এমপিওভুক্ত প্রতিষ্ঠানে এমপিওভুক্তি না হয়ে যারা শিক্ষকতা করেছেন, তাদের শিক্ষার যোগ্যতার অভিজ্ঞতা, কাজের যোগদানের তারিখ থেকে গণ্য করা হবে। ৯৫'র জনবল কাঠামো এমপিওভুক্তির তারিখ থেকে হিসাব করা হতো। এমপিওভুক্তি ইস্যু, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার ও প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের জবাবদিহিতার আওতায় আনার বিষয়টির ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সুপারিশে। যেসব এলাকায় প্রয়োজনের অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেগুলোকে একীভূত করা হবে। শিক্ষার্থী সংখ্যা, বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলসহ বিবেচনা করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে গ্রেডিংয়ের ভিত্তিতে এমপিওভুক্ত করা হবে। সুপারিশমালায় শিক্ষক-কর্মচারী বৃদ্ধি, মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ, অভিজ্ঞতা যাচাই করে পদোন্নতি দেয়ার কথা বলা হয়েছে।

এমপিওভুক্তিকরণ নীতিমালা প্রণয়ন কমিটির সদস্য ও জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্টের প্রধান সমন্বয়কারী অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তির জন্য পূর্বে যে নীতিমালা ছিল তাতে ভুল-ত্রুটি ছিল অনেক। নীতিমালার সুপারিশ গুলো সংশোধন করার কথা বলা হয়েছে। গত বছরের ১১ জুন কমিটি এমপিওভুক্তির নতুন নীতিমালা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়।